ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ সম্পর্কে টিআইবি'র অবস্থান[১]

১.ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে রাষ্ট্রের সব নাগরিকের বাক স্বাধীনতার এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রচার মাধ্যম বিশ্বজুড়ে জনগণকে তথ্য জানানোর, শিক্ষণীয় বিষয়ে অবহিত এবং বিনোদন প্রদান ছাড়াও জনগণের অভিমত তুলে ধরার মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে সুশাসন, টেকসই, ভারসাম্যপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সম্প্রচার মাধ্যমসহ গণমাধ্যম সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে পরিগনিত হয়ে থাকে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত জাতীয় সততা কৌশলের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যমের তথা সম্প্রচার মাধ্যমের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৩ আগস্ট মন্ত্রীসভা কর্তৃক জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ার ও ৬ আগস্ট ২০১৪ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এবং পর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সংবাদ গণমাধ্যম সূত্রে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন নীতিমালাটি শুধু নির্দেশনামূলক এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রেণের কোনো উদ্দেশ্য সরকারের নেই। ১১ আগস্ট গণমাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বলেছেন গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ নয় বরং কল্যাণের জন্য এটি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন সম্প্রচার নীতিমালা কোন আইন নয়, এটি দিকনির্দেশনামূলক। এতে কাউকে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বলা হয় নি। সম্প্রচার মাধ্যমের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এই নীতিমালা করা হয়েছে।

২.পটভূমি

গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসারের পটভূমিতে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ সর্বসাধারণের মতামত প্রদানের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। আর এক্ষেত্রে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার একটি সহযোগি সংস্থা হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা'র খসড়ার ওপর ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করে। এর প্রেক্ষিতে ২১ অক্টোবর ২০১৩ তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে টিআইবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করে। প্রেরিত সুপারিশসমূহের প্রেক্ষিতে তথ্য মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানতে চেয়ে টিআইবি গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ তথ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করে। এর উত্তরে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আর কিছু টিআইবিকে জানানো হয়নি।

৩. ইতিবাচক দিক

নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এতে বেশ কিছু ইতিবাচক বিষয় যেমনঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনাপত্তিপ্রাপ্ত সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ নীতিমালার আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ এবং মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিক প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুসরণ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে যে সব বিষয়ে টিআইবি'র মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা তুলে ধরা হলঃ

[১] 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' সম্পর্কে ১৪ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত টিআইবি'র অবস্থানপত্র

খসড়া নীতিমালার শিরোনাম	খসড়া নীতিমালায় যা বলা ছিলো	টিআইবি প্রদত্ত মতামত	টিআইবি'র সুপারিশের প্রতিফলন
পটভূমি	অনুচ্ছেদ-৪: সামাজিক নৈতিকতার স্খলন রোধে তাই সম্প্রচার মাধ্যমগুলোকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এসব বিষয় মনে রেখেই অনলাইনসহ সকল বেসরকারি বেতার এবং টেলিভিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষম নীতিমালা বিদ্যমান থাকা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।	শুধু বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন নয় বরং রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এর আওতাভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।	অনুচ্ছেদ-৩: এছাড়া সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের . . . . . বিবেচনায় রেখে সম্প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষম নীতিমালা থাকা সমীচীন। ১.২.৯: সকল সম্প্রচার মাধ্যমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় এনে এ সেক্টরে . . . . .
দ্বিতীয় অধ্যায় লাইসেন্স প্রদান	**২.১.৫:** তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বিদ্যমান বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনসমূহকে ধারাবাহিকতা রেখে এই নীতিমালার অধীনে লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে	বিদ্যমান বেতার ও টেলিভিশনসমূহকে যদি বর্তমান নীতিমালার আলোকে পুনরায় লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়, তা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতার পরিবর্তে সরকারের এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার হাতিয়ারে পরিণত হবে।	২.১.৪: তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে অনাপত্তিপ্রাপ্ত সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ নীতিমালার আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে তাদের ক্ষেত্রে এ নীতিমালার সকল শর্ত সমভাবে প্রযোজ্য হবে।
তৃতীয় অধ্যায় সংবাদ ও তথ্যমুলক অনুষ্ঠান	**৩.২.৩:** সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নবর্নিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে প্রচার করতে হবে। যথা: জরুরী আবহাওয়া বার্তা, স্বাস্থ্য বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রেসনোট, সরকার কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি।	এই ধারাটি বেসরকারি সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর সরকারের অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। তাছাড়া দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এমন ঝুকিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পরিপন্থী অবস্থান বা ঘোষণা প্রচার বাধ্যতামূলক বিবেচিত হবে। তদুপরি: শুধু স্বাস্থ্যবার্তা কেন? শিক্ষা বার্তা বা মানবাধিকার বার্তা নয় কেন?	৩.৭.৫: জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজন এ জাতীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।
পণ্য, পণ্যের মান এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ	**৪.২.৭:** কোন ধরণের নকল বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না	এক্ষেত্রে নকল বিজ্ঞাপন বলতে কী বোঝানো হয়েছে, সেটা পরিষ্কার নয়। তাছাড়া ডাবিংকৃত বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।	৪.২.৫: মেধাস্বত্ব আইন অনুসরণ করে এবং দেশী-বিদেশী গান বা গানের অংশ বা গানের সুর, সুরকার ও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে।
	শিশু এবং নারীর অধিকার	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ মেনে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা দরকার।	৪.৪.৩: বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ . . . . .

টিআইবিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন নীতিমালা কার্যকর করার পূর্বে একটি স্বাধীন জাতীয় সম্প্রচার কমিশন গঠনের যে সুপারিশ করেছেন তা উপেক্ষিত হয়েছে। এভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পাশ কাটিয়ে কমিশন গঠন না করে নীতিমালাটি কার্যকর করায় সম্প্রচার মাধ্যমসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও এর স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠনের প্রস্তাবসহ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ, বিজ্ঞপন নীতিমালাকে সম্প্রচার নীতিমালা থেকে পৃথকীকরণ, সংবাদ ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বক্তব্য, অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুপযুক্ততা, সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং বিবিধ অংশে সুপারিশসমূহ উপেক্ষিত হয়েছে।

নীতিমালা প্রণয়নে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বীকৃত প্রচার বান্ধব নীতি/পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ না করে বিদ্যমান বিভিন্ন বিধি, আইন ও নীতিমালাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ কিছু বিধি, আইন ও নীতিমালা হচ্ছেঃ

- বাংলাদেশ টেলিভিশন চলচ্চিত্র সেন্সর বিধি ১৯৮৫
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্য বিদেশী ছবি নির্বাচনের নীতিমালা ১৯৮৮
- সংশোধিত টেলিভিশন বিজ্ঞাপন নীতিমালা (প্রস্তাবিত)
- কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান কল্পে প্রণীত আইন ২০০৬.
- বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুমোদিত নীতিমালা'৭৯
- রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে নীতিমালা ১৯৮৬

এভাবে প্রচলিত বিধি, আইনও নীতিসমূহ থেকে বিভিন্ন ধারা সংকলন করে এরূপ একটি নিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি দুঃখজনক।

৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৪.১ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (প্রথম অধ্যায়):

যে ১৩ টি লক্ষ্য ও চারটি কৌশলের মাধ্যমে সম্প্রচার নীতিমালা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলোর ব্যাখ্যা নীতিমালায় নেই। যেমন: সরকারি - বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কিভাবে সম্প্রচার মাধ্যম শক্তিশালী করা হবে?; সুষম প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নীতিমালায় কিছু বলা হয়নি; সর্বোপরি সম্প্রচার মাধ্যমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার যে 'উদ্ভাবনী' মডেলের কথা নীতিমালার বলা হয়েছে তা অশ্রুতপূর্ব। সর্বোপরি সম্প্রচার কমিশন যদি কেবলমাত্র সুপারিশকারী সংস্থা হয়, তবে কি করে তা স্বাধীন হবে তা বোধগম্য নয়।

৪.২ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার (তৃতীয় অধ্যায়):

অনুমোদিত নীতিমালার তৃতীয় অধ্যায়ের সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার অংশের ৩.২.১ ধারায় অনুষ্ঠানে সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন ভাবেই **দেশবিরোধী এবং জনস্বার্থবিরোধী** বক্তব্য প্রচার করা যাবে না **(নতুন সংযোজন)**। নতুন করে গৃহীত এই ধারাটিতে দেশবিরোধী এবং জনস্বার্থ বিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে নীতিমালায় স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকায় এর ব্যাখার ক্ষেত্রে সরকাররের ইচ্ছা-অনিচ্ছার একটা সুযোগ তৈরি হবে এবং সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত আধেয় নিয়ে সরকার নিজস্ব মতামত প্রদান করে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে, যার ফলে প্রচার মাধ্যম বাস্তবে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে এবং ভীতিমূলক সেল্ফ সেন্সরশিপ চেপে বসবে, যা স্বাধীন মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়া ৩.২.২ ধারায় আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেওয়া পরিহার করতে হবে বলে যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে এটাই পরিস্কার হয়েছে যে, সরকার স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষণা মূলক তথ্য-উপাত্ত প্রচারের ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই এই ধারাটি অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

অনুমোদিত নীতিমালায় আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেয়া পরিহার করতে হবে বলে যে বিধান রাখা হয়েছে তাতেও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রভাবে গণমাধ্যমের পাশাপাশি অন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মত প্রকাশ, এমনকি গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ ও প্রচারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৪ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:

পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত ১২ টি বিষয়ের মধ্যে যে ৭টি বিষয় "করা যাবেনা" মর্মে সম্প্রচার নীতিমালায় বলা হয়েছে তার বেশীরভাগই বাক্ স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারেরই শুধু পরিপন্থী নয়, তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং

তথ্যের অধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলোর রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যাখ্যার অবারিত সুযোগ থাকায় তা ভিন্নমত দমনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন অংশীজনের আশংকা অমূলক নয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.১.৫ ধারায় "কোন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপনে সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন সংস্থা এবং অপরাধ রোধ, অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রুপ কিংবা তাদের পেশাগত ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে পারে এমন কোন দৃশ্য প্রদর্শন কিংবা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না **(সম্পাদিত)**।"

এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করায় প্রচার মাধ্যমসহ সকল প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-ই স্বচ্ছতা ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতার স্বার্থে তথ্য প্রকাশ ও সমালোচনার উর্দ্ধে থাকতে পারে না। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যেসব তথ্য প্রকাশ অনুচিত তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা যেমন অপরিহার্য তেমনি উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানকে এক ধরণের দায়মুক্তি প্রদান করা প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে জনগণের সার্বভৌমত্বেও সাথে সাংঘর্ষিক।

এছাড়া পঞ্চম অধ্যায়ে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় অংশে সম্প্রচার মাধ্যমের কনটেন্ট বা বিষয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে সম্প্রচার নীতিমালায় রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ে যে ১২টি নির্দেশনা রয়েছে তার মধ্যে পরিহার করতে হবে এমন বিষয়: ৩টি, বিরত থাকতে হবে=১টি, সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে-১টি এবং করা যাবেনা এমন বিষয়ের সংখ্যা-৭টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

- ৫.১.১: এ বলা হয়েছে 'জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার. . . . . .প্রচার পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচারিত অনুষ্ঠানে জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করা হচ্ছে কী না তা কোন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে তা স্পষ্ট নয়।
- ৫.১.৩: তে বলা আছে . . . . ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর . . . . .প্রচার করা যাবে না। এক্ষেত্রে "মর্যাদা হানিকর" কীভাবে নির্ধারিত হবে, তা স্পষ্ট নয়।

- ৫.১.৫: ধারায় বলা আছে . . . . সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন সংস্থা . . . . .. প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রুপ কিংবা . . . . প্রচার করা যাবে না। প্রচলিত অর্থে এখন পর্যন্ত কোনো গণমাধ্যম সশস্ত্র বাহিনী বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কোন সংস্থার প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্রুপ করে কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে জানা যায় না। সেক্ষেত্র এ ধারা সংযোজন গণমাধ্যমের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তৈরি করবে (এক্ষেত্রে আরো ঝুঁকির সুযোগ উপরে বর্ণিত হয়েছে)।

- ৫.১.৭: ধারায় বলা আছে 'কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকূলে . . . . একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন . . . প্রচার করা যাবে না। যেখানে অনুকূলে এবং বিরুদ্ধে শব্দদ্বয়ের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বিদেশী বা বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সকল আচরণ সমালোচনার উর্ধ্বে এমন ভাবার কোনো যুক্তি নেই।

- ৫.১.৯: জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন পরিহার করতে হবে **(নতুন সংযোজন)**। অনুমোদিত নীতিমালায় এই ধারাটি সংযুক্ত করায় জনস্বার্থ শব্দটি সরকারের স্বার্থের সমার্থক হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যার যথেচ্ছার ব্যবহারে সম্প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.৫ সম্প্রচার কমিশন:

নীতিমালার ষষ্ঠ অধ্যায়ের সম্প্রচার কমিশন অংশে ৬.১.৭ ধারায় বলা হয়েছে 'কমিশন নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে' (খ) সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে **(নতুন সংযোজন)**। নীতিমালার এ বিষয়টি স্পষ্ট নয়, এখানে সরকার বলতে রাষ্ট্রপতি না কি তথ্য মন্ত্রণালয় এর কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে। কারণ একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে সম্প্রচার কমিশন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় বা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন পেশের বাধ্য-বাধকতা থাকলে কমিশনের ওপর কমিশনের ওপর সরকারের সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

৪.৬ বিবিধ: ৭.১

অনুচ্ছেদে সম্প্রচার প্রতিবেদনের দায়িত্বের সনদ ও সম্পাদকীয় নীতিমালাকে সম্প্রচার কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টি অভূতপূর্ব এবং বিশ্বে নজিরবিহীন। আরো লক্ষ্যণীয় গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত এই অনুচ্ছেদের শব্দাবলীর অংশবিশেষ মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার অতিরিক্ত সংযোজন বলে প্রতীয়মান হয়।

সপ্তম অধ্যায়ে বিবিধ অংশের ৭.৪ ধারায় 'উল্লেখ নেই অথবা অন্য কোনো নীতিমালা বা আইনের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক এমন বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে বলা হয়েছে **(নতুন সংযোজন)**।[২] অনুমোদিত নীতিমালায় একদিকে কমিশন গঠনের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রাখার নীতিগত বৈধতা প্রদান করায়, কমিশন গঠিত হলে সেক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে তা বিবেচনার বিষয়। একইসাথে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সরকার আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি নিশ্চিত করবে বলে যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে করে সম্প্রচার কমিশনের হাতে কোনো ক্ষমতাই থাকবে না। এক্ষেত্রে কার্যকর ক্ষমতাহীন প্রেস কাউন্সিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বোপরি প্রস্তাবিত কমিশনের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' এবং নীতিমালায় ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রণীতব্য আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়ের বিবিধ অংশের ৭.৫ ধারায় সম্প্রচার ও সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে **(নতুন সংযোজন)**। খসড়া নীতিমালা থেকে এই বিধানটি ভিন্নভাবে পুর্নবহাল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কবে নাগাদ সম্প্রচার ও সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণীত হবে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা উল্লেখ না থাকায়, এর মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

'The Censorship of Films Act, 1963 আইনটি সম্প্রচার নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করায় জেলা প্রশাসকদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করার শামিল। যেমন: আইনটির Suspension of certificates এর ধারা (২) এ বলা আছে 'কোনো জেলা প্রশাসক এমন ধারনায় উপনীত হন যে, ছাড়পত্র প্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র তার জেলায় প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা যাবে না, তাহলে তিনি উক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ বা স্থগিতের আদেশ দিতে পারবেন' (If a (Deputy Commission) is of the opinion that a certified film should not be publicly exhibited within his district, he may, by order, suspend, pending the orders of (the) Government under sub-section ($), the certificate in respect of that film) । আলোচ্য Cinematograph Act, 1918 তে আবার The Code of Criminal Procedure, 1898 মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৪.৭ বিজ্ঞাপন প্রচার:

বিজ্ঞাপনের মতো একটি বিশাল খাতকে সম্প্রচার নীতিমালার আওতায় না রেখে একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠনের মাধ্যমে কমিশনকে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি আলাদা ও পরিপূর্ণ যুগোপযোগী বিজ্ঞাপন নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এ বিষয়টি বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার দাবি রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সাথে জনস্বার্থে প্রচারিত সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন এক মাপকাঠিতে বিবেচনা করা অনুচিত।

৪.৮ বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেল:

বর্তমানে বাংলাদেশে অগণিত সরকারি-বেসরকারি বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেল সম্প্রচারিত হচ্ছে। অনেক ভাল অনুষ্ঠান এসব চ্যানেলে যেমন প্রচারিত হচ্ছে, তেমনি অনেক প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান ও এটি এদেশীয় সংস্কৃতির সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। সম্প্রচার নীতিমালায় এই বিষয়ে সরকারের কোন অবস্থান পরিলক্ষিত হয়নি।

এই নীতিমালায় ইউটিউবসহ ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রচার অন্তর্ভুক্ত কী না, তা পরিষ্কার নয়। এছাড়া নীতিমালার সপ্তম অধ্যায়ের বিবিধ অংশের ৭.৫ ধারায় সম্প্রচার কমিশন সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে নীতিমালায় এই বিষয় দুটি যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কবে নাগাদ সম্প্রচার ও সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণীত হবে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা উল্লেখ না থাকায়, এর

[২] খসড়া নীতিমালায় এই ধারাটি লাইসেন্স প্রদান ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মতবিরোধ নিরসনে প্রয়োগের কথা বলা হলেও, অনুমোদিত নীতিমালার সপ্তম অধ্যায়ের বিবিধ অংশে এটি সংযোজনের ফলে সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এই নীতিমালাটি কার্যকরের দুই দিনের মাথায় ৮ আগস্ট তথ্য মন্ত্রণালয় এক প্রেস অ্যাডভাইসের মাধ্যমে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার পরিহারে গণমাধ্যমকে আহ্বান জানায়। একটি গণতান্ত্রিক সরকার সামরিক শাসকদের মত 'প্রেস অ্যাডভাইস' পাঠিয়ে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে ইতোমধ্যে বিভিন্ন অংশীজনেরা এই নীতিমালার মাধ্যমে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রেণের যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

এই বিধানটি পুনর্বহাল থাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন এমনকি নীতিমালা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ নীতিমালাটি কার্যকর করার আগে একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন। তাছাড়া কমিশন গঠন বিলম্বিত হলে বা কমিশন যদি বাস্তবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয় তাহলে সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অযাচিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

৫. সম্প্রচার কমিশন

সম্প্রচার খাতে নিয়ন্ত্রণ হতে হবে নমনীয় এবং যতটা সম্ভব কম, কিন্তু সেটি যেন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জোগায়। এর অর্থ হল আইন-কানুন, বিধি-বিধান বা নীতিকে সুস্পষ্ট এবং সহায়কধর্মী হতে হবে এবং তা প্রযোজ্য হবে প্রচারের পরেই, আগে নয়। আগে হয়ে গেলে তা হবে সেন্সরশিপ। একটি কার্যকর আইনী কাঠামো গড়ে তোলার সঠিক কোন ফর্মূলা নেই। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের বাস্তবতা প্রধান বিবেচ্য হলেও এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানকে উপেক্ষা করা ঠিক হবেনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নীতিসমূহ মেনেই সম্প্রচার খাতে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সম্প্রচার খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই নীতিগুলো অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়।

৫.১ কমিশন গঠন:

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সম্প্রচার কমিশন গঠন করতে হবে। একই সাথে কমিশনের প্রধানসহ মোট সদস্য সংখ্যা এবং কার্যক্রম আইন/বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এজন্য নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

- স্বাধীন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আইনীভাবে স্বচ্ছ, মুক্ত, নিরপেক্ষ ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে।
- আইন দ্বারা গঠিত সুস্পষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন সম্প্রচার খাতের সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করবে এবং এই কমিশনের স্বাধীনতা আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ দায়িত্ব ও কর্তব্য:

আইনে নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি কমিশনের প্রধানতম দায়িত্ব হবে জনস্বার্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অভিমত প্রকাশের অধিকারের প্রসার নিশ্চিত করা যেন বিভিন্ন অভিমতের সংমিশ্রন থেকে জনগণ উপকৃত হতে পারে।

এছাড়া জনগণের নিকট কমিশনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সম্প্রচার কমিশনের কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তিনটি ধাপে তা করা যেতে পারে:

- নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত আহ্বান এবং যতদূর সম্ভাব অন্তর্ভুক্তি এবং
- গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণকে জানানো।

৫.৩ আর্থিক স্বাধীনতা:

স্বাধীন ভাবে কাজ করার জন্য আর্থিক স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সম্প্রচার কমিশনকে বাজেটের অনুমোদনের জন্য যদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয় তাহলে সেই কমিশনের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা দুরূহ হবে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বাজেট সরকারের দায়মুক্ত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এছাড়া

কমিশনের আর্থিক চাহিদা নিরুপণ ও আয়-ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান আইনে উল্লেখ থাকতে হবে যেন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে।

৫.৪ নিয়োগ ও অপসারণ প্রক্রিয়াঃ

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রভাব থাকবে না এবং এ জন্য আইনে বিধান রাখতে হবে। এজন্য সুনির্দিষ্ট 'কর্ম বিবরণী' থাকতে হবে। একইসাথে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি জারী করতে হবে।

সম্প্রচার নীতিমালায় কমিশন 'স্বাধীন' হবে বলে বলা হলেও স্বাধীনতা নিশ্চেতের কোন সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়নি। যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন সেই সার্চ কমিটিতে ১০ ধরনের পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে। কিন্তু চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তাদের সাংবাদিকতা, সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগ, প্রযুক্তি, আইন, মার্কেটিং, বিনোদন, শিক্ষা, অর্থনীতি, সুশাসন, ব্যবসায়িক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট খাতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। একই সাথে তাদের পদমর্যাদা, বেতন ও ভাতার বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকতে হবে।

বাংলাদেশের বিরাজমান বাস্তবতায় সম্প্রচার কমিশনকে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কমিশনের সদস্য হতে পারবেন নাঃ

১. প্রশাসনের বা সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য
২. রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা বা কর্মচারি
৩. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি
৪. অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা যার অবসর গ্রহণের পর কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়নি
৫. এমন ব্যক্তি যার স্বার্থের দ্বন্দ্বের সুযোগ রয়েছে-

আইনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে অপসারণ প্রক্রিয়ারও অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অনিয়মিত হাজিরা, দেউলিয়াত্ব, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা কিংবা নিয়োগের শর্তের ভঙ্গের জন্যই সম্প্রচার কমিশনের সদস্যদের অপসারণের বিধান রাখা প্রয়োজন।

৫.৬ দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাঃ

কমিশনের কর্মকাণ্ড বিচারিক তদারকির আওতায় থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংসদ বা সংসদীয় কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে তবে সংসদীয় কমিটি কোনভাবেই কমিশনের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কমিশন তার বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে।

৬. সুপারিশসমূহ

৬.১ যেহেতু সম্প্রচার নীতিমালার ৬.১.৮ অংশে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি অনুসরনীয় নিয়মাবলী (code of guidance) এর সুযোগ রয়েছে সেহেতু অনতিবিলম্বে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর সম্প্রচার কমিশন গঠন করে উক্ত কমিশনের মাধ্যমেই এই নিয়মাবলী চূড়ান্ত হলে বর্তমান নীতিমালা সম্পর্কে অংশীজনদের মধ্যে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন হবে।

৬.২ সম্প্রচার সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়নে সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শ গ্রহন করে সর্ব সম্মতভাবে এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যেন এ নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টি না হয়।

৬.৩ সার্চ কমিটির গঠনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা না হলে সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত সম্প্রচার কমিশন বিতর্কের সম্মুখীন হবে। এক্ষেত্রে সকল ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

৬.৪ লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার স্বার্থে এ সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬.৫ সাংবাদিকতা ও সম্প্রচার মাধ্যমের পেশাগত মানের উৎকর্ষতায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম হিসেবে বিশ্বে পরিগনিত হয়ে থাকে। সম্প্রচার খাতের সাথে সংযুক্ত নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরকে স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্ভাবনে নিজস্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে পারেন। এই আচরণবিধি প্রতিপালিত হচ্ছে কী না কার তদারকির দায়িত্ব সাংবাদিকদের সম্প্রচার খাতের পেশাজীবি সংগঠনের ওপর ন্যস্ত হতে পারে।

৬.৬ বিজ্ঞাপন নীতিমালাকে সম্প্রচার নীতিমালা থেকে আলাদা করে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা করে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমনঃ পণ্য প্রস্তুতকারী, বিজ্ঞাপন নির্মাতা, কলা-কুশলী ও সম্প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি সকল গণমাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।